REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বলটু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সস্তর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিন[illegible] কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

২৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৭ই ভাদ্র বুধবার ১৩৪৮ ইংরাজী 3rd September 1941 | ১৬শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৷৵০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, গুল্ম, কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	...	১৭ „ টাকার „
মোট সংস্থান	...	৩ „ ৫৬ লক্ষের „
বীমা তহবিল	...	৩ „ ১০ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)	...	১ „ ৭১ „ „
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

মহা সমর ! মহা সমর !!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোন্দিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৭ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৪৮ সাল

প্রকাশ, আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর সিমলাতে জাতীয় দেশরক্ষা কমিটির প্রথম অধিবেশন হইবে।

আগামী নিখিল ভারত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে পঞ্চনদ প্রদেশের আবোহোরে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার আগামী অধিবেশন হইবে বর্দ্ধমানে। নভেম্বর মাসে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

আগামী ২৫শে হইতে ২৯শে সেপ্‌টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীনগরে (কাশ্মীর) নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

সেপ্‌টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিন্ধু প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

বড়লাটের শাসন পরিষদের মনোনীত সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত এম, এস, আনে সেপ্‌টেম্বর মাসের চতুর্থ সপ্তাহে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান শ্রীযুক্ত সুভাষ-চন্দ্র বসু ক্রমান্বয়ে ছয়মাস কাল কর্পোরেশনের সভা হইতে অনুপস্থিত থাকার দরুণ বাংলা সরকার তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এই দুইটী রেলওয়ে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং এই যুক্ত রেলওয়ের নাম হইবে বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ে।

---

২০ কোটি বস্তার বায়না

জুট কন্‌ট্রোলার ভারতীয় পাটকল সমিতিকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের জন্য ৪ কোটি ৪০ লক্ষ বালির বস্তার অর্ডার দিয়াছেন।

সাইকেল চুরি বৃদ্ধি

কলিকাতার পুলীশ কমিশনার জানাইয়াছেন :— "কলিকাতায় পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে সাইকেলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সাইকেলের মূল্যও বাড়িতেছে। সাইকেল চুরিও বৃদ্ধি পাইতেছে। সাইকেলের মালিক-গণের নিজেদের সাইকেল সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।"

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৩১শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণে গড়ের মাঠে কার্জ্জন পার্কে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু পরলোকগত স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

ঋণ পরিশোধ

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বণ্ড দ্বারা গৃহীত ১৯৪০ সালে পরিশোধনীয় শতকরা তিন টাকা সুদের ঋণের যে অংশ পরিশোধ করিবার বাকী আছে উহার সমগ্র ১৯৪১ সালের ১৫ই সেপ্‌টেম্বর সুদসহ বণ্ডে লিখিত পরিমাণ টাকায় পরিশোধ করা হইবে। ১৫ই সেপ্‌টেম্বর হইতে ঐ সমস্ত বণ্ডে আর কোন সুদ দেওয়া হইবে না।

বি-এন-ডব্লিউ রেলে ভাঙ্গন

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বি-এন-ডব্লিউ রেলে ভাঙ্গনের ফলে শোনপুর ও ছাপরার মধ্যে ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং সারণ, গোরক্ষপুর ও গোণ্ডা জেলা হইতে প্রেরিত এবং ঐ সমস্ত জেলায় প্রেরিত ডাক বিলি করিতে বিলম্ব হইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজ পরলোকে

গত ২৯শে আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর তাঁহার বর্দ্ধমানের প্রাসাদে পরলোকগমন করিয়া-ছেন। তিনি দুই বৎসর যাবত অল্প অল্প জ্বর ও বাত-রোগে ভুগিতেছিলেন। শুক্রবার প্রাতে তিনি আপনাকে কিছু সুস্থবোধ করিয়া বিকাল ৪॥০টা পর্য্যন্ত অফিসের কাজ করেন। অতঃপর তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং প্রায় ৫টার সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

সর্প-বিষ প্রয়োগে নরহত্যা

ইন্দোরে সর্প-বিষ প্রয়োগে ২৪ বৎসর বয়স্ক এক যুবককে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। ইন্দোর সিটি পুলীশ ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া এক সাপুড়েকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ভেরোণা-লাল আগরওয়ালা নামক জনৈক যুবক কয়েকদিন পূর্ব্বে যখন ইতোয়ারী বাজার হইতে বাড়ীতে ফিরিতেছিল, তখন সে পিঠে সুচ ফুটার ন্যায় ব্যথা বোধ করিয়া অসাড় হইয়া পড়ে। পরে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু ঘটে। পুলীশ তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ভেরোণালালের সহিত কয়েক ব্যক্তির শত্রুতা ছিল। তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিগণ এক সাপুড়েকে নিযুক্ত করে। প্রকাশ, ভেরোণালাল যখন রাত্রিতে বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন ইঞ্জেকশন দিবার সিরিঞ্জের সাহায্যে তাহার শরীরে গোখুরা সাপের বিষ ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। কিছু সর্প বিষ এবং ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পাওয়া গিয়াছে।

সাম্রাজ্যলোভী জাপান

—০—

জা-পা-ন! তিন অক্ষরের এই কথাটা শুনলে প্রথমেই আমাদের কী মনে হয়? মনে হয় চমৎকার সমুদ্রতীর, নানা রকমের চিত্র-করা মন্দির, নরনারীর রঙ-বেরঙের পোষাক, রিক্স, কুটীর, এবং সদ্য-ফোটা চমৎকার চেরি-ব্লসম্।

এ-ও একেবারে ঠিক হোলো না। এসব মনে হয় তাদেরই যারা জাপানকে দেখেছে হলিউডের ছবিতে, ক্যামেরার কারসাজিতে জাপান স্বপ্নপুরী হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যারা এসব কিছুই দেখনি তাদের কী মনে হয়? তাদের মনে হয় হল্‌দে রঙের কতগুলো লোক, যাদের নাক বাঁশির মতো নয়, যারা ব্যবসা ক'রে খায়, যারা ছেলেদের গায়ের জন্য শস্তায় জামা তৈরি করে, যারা ছেলেদের খেলার জন্যে নকল বন্দুক, কামান, ট্যাংক সব তৈরি ক'রে বাইরের বাজারে এক পয়সা বা দুই পয়সায় বিক্রি করে।

আসল জাপান কিন্তু এ ছুটো জাপান থেকে একেবারেই আলাদা। আসল জাপান নকল বন্দুক তৈরি করে না, আসল বন্দুক তৈরি ক'রে জ্যান্ত মানুষ মারতে চায়। সেই জাপানের কথাই বলা যাক।

সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতির উপর আবহাওয়ার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। ব্লাডিভষ্টকের প্রচণ্ড শীতের জন্যেই রাশিয়াকে পোর্ট আর্থার পর্যন্ত এসে জাপানের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল। উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার গরমের জন্যেই য়ুরোপীয়রা সেখানে বাস করেনি—অতএব, অষ্ট্রেলিয়া আজে জাপান-শৃগালের দ্রাক্ষাফল হয়ে ঝুলছে। সে কথা যাক, জাপানের আবহাওয়া কী রকম? মন্দ নয়। খুব শীতও নেই, খুব গরমও নেই; যদিও দক্ষিণ জাপানকে প্রায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশই বলা চলে।

সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতির আরও একটা উল্লেখযোগ্য এবং দরকারী কথা এই যে, এখানে জলপথই শ্রেষ্ঠ পথ। যানবাহনের জন্যে জল ছাড়া উপায় নেই। সেই জন্যই জাপান তার নৌবাহিনী গড়ে তুলতে বহু অর্থ ব্যয় করেছে এবং চেষ্টারও ত্রুটি করেনি। সেই জন্যেই বৃটেনও তার অপরাজেয় নৌবাহিনীর একটা অংশ সুদূরপ্রাচ্যে স্থাপন ক'রে সিংগাপুরকে ক'রে তুলেছে একটা অভেদ্য দুর্গ।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে জাপান হঠাৎ আধুনিক ব'নে গেল। য়ুরোপীয় জাতিদের নকলে সে তার পোষাক বদলে ফেললো, নাম বদলে ফেললো, খাবার বদলে ফেললো মায় ধর্মভাবটি পর্যন্ত বদলে ফেললো। আর সেই সংগেই সে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখতে লাগলো; য়ুরোপের নকলে বাহুবলের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়েছিল, সেটাকে কাজে লাগাতে হবে তো। যাই হোক, আধুনিক হবার পর থেকেই জাপান পররাষ্ট্রের স্বাধীনতা চুরির মতলবে আছে। ১৮৯৪ সালে হঠাৎ চীন আক্রমণ ক'রে ফর্মোসা দখল ক'রেই জাপান শান্ত হোলো না কোরিয়ার উপরেও আধিপত্য বিস্তার করলো—সে-কোরিয়াও আবার ১৯১০ সালে সে একেবারেই গিলে ফেললো। ১৯০৪-৫ সালে সে রাশিয়ার সংগে লড়াই করে তাকে হটিয়ে দিয়েছিল, আজো জাপানের সে দেমাক আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় জাপান বৃটেনের সংগে মিতালি ক'রে জার্মানির কাছ থেকে শিংটাও হাত ক'রে নেয়। ১৯১৫ সালে য়ুরোপের সকল রাষ্ট্রের মনো-যোগ ছিল অন্যদিকে নিয়োজিত, সেই সুযোগে জাপান চীনের উপর তার ২১টা দাবী উপস্থিত করলে। পরবর্তী কালে জার্মানি চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছে, জাপানও চীনকে নিয়ে তাই করতে চেয়েছিল। এই হচ্ছে জাপানের অতীত।

য়ুরোপের যে সমস্ত জাতি জাপানের আধুনিকতাকে প্রভাবিত করেছিল তার মধ্যে প্রথম স্থান হোলো জার্মানির। "আর্য"-রক্তের গর্বে জার্মানি নিজেকে স্ফীত ক'রে দিনরাত চীৎকার করতে লাগলো, পৃথিবীতে সে ই সব চাইতে বড়ো জাতি। জার্মানির এই-বিজ্ঞা-পনের ভাঁওতায় জাপান মুগ্ধ হয়ে তার সংগে সখ্য করতে চাইলো। জার্মানিরও সুদূর প্রাচ্যে এক এজেণ্টের দরকার ছিল। অতএব, জাপানের আশা পূর্ণ হোলো। জার্মানির সঙ্গে সৌহার্দ্যের আসল কারণ হচ্ছে এই যে এ-বন্ধুত্বে জাপানের সুবিধা হ'তে পারে।

জাপানের জনসংখ্যা বেশি, তা'ও দিন দিন বেড়েই চলেছে। এত লোকের জন্যে যত খাবার দরকার তা জাপানে তা উৎপন্ন হয় না। এখন জাপানের জনসংখ্যা

১০২,০০০,০০০। নিজের দেশে অত খাবার উৎপাদন করতে না-পেরে জাপান চাইলো বিদেশে বাণিজ্য ক'রে জীবিকানির্বাহ করতে। জাপানীরা বণিক হিসেবে একেবারে অক্ষম নয় কিন্তু য়ুরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংগে সে পেরে উঠলো না। অতএব, সম্প্রসারণ।

সম্প্রসারণের জন্যে চাই তেল, চাই রাবার, চাই লোহা। লোহা এবং তেল জাপানের কিছু কিছু আছে বটে কিন্তু রাবার নেই একেবারেই। সম্প্রতি জাপান যে ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজের দিকে নজর দিয়েছে তার আসল কারণ সে দেশের রাবার।

গোড়ায় জাপান ভেবেছিল যে চীন দখল করতে পারলেই জাপানের সব অসুবিধা দূর হবে। দখল হ'লে কী হোতো-না-হোতো আজ আর তা ভেবে লাভ নেই কেননা মার্শাল চিয়াং কাইশেকের অধিনায়কতায় চীন যে-জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তার উচ্ছেদ করবার শক্তি জাপানের নেই। শুধু তাই নয়, জাপান মাঞ্চুকুয়ো অধিকার করেছিল এই ভরসায় যে সেখানে অন্তত অনেক জাপানী বাস করতে পারবে। কিন্তু জাপানীরা সূর্য্যের দেশের লোক, মাঞ্চুকুয়োর শীত তাদের ভালো লাগবে কেন? ফলে হোলো এই যে ৩০,০০০,০০০ চৈনিক মাঞ্চুকুয়োয় বাস করছে আর জাপানীরা এদিকে দক্ষিণে সাম্রাজ্যের জন্যে চেঁচাচ্ছে!

দক্ষিণে কেন? একটা কারণের কথা আগেই বলা হয়েছে: রাবার। আরো একটা কারণ হচ্ছে দক্ষিণের আবহাওয়া, সেখানে জাপানীরা সুখে বাস করতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিজে যে কেবল আবহাওয়া ভালো, তেল এবং রাবার পাওয়া যায় তাই নয়; সেখানে ধানও হয় প্রচুর। হল্যাণ্ড এখন হিটলারের পদানত। তার মানেই জাপানের মস্তো সুবিধা।

জাপানের অগ্রসরের আরেকটা জায়গা হচ্ছে ফরাসী ইন্দোচীন। ফ্রান্সও এখন জার্মানির বুটের তলায় শক্তিহীন হয়ে পড়ে আছে। জাপান এই সুযোগে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের এই অংশের কিছু কিছু এরই মধ্যে নিয়ে নিয়েছে, আরো যদি নেয় তাহলেও অবাক হবার কিছু নেই।

এ-পর্যন্ত অগ্রসরের যতগুলো রাস্তার কথা বলা হয়েছে সবগুলোই জলপথে। স্থলপথে জাপান এগোতে পারে ব্রহ্মদেশ এবং মালয়ের দিকে, থাইল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে। এ-রাস্তায় কাঁটা আছে, প্রথম কথা থাইল্যাণ্ডের সম্মতি। থাইল্যাণ্ড কি অমনি রাজি হবে জাপানকে রাস্তা ছেড়ে দিতে? তাছাড়া মালয়ে যুদ্ধ করার মতো বিড়ম্বনা আর নেই: এমন ঝোঁপ ঝাড়ে ভর্তি এই দেশটা! এদিকে ব্রহ্মদেশ এবং মালয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোটো ছোটো পাহাড় আর বিরাট বিরাট জংগল। তাছাড়া মালয়ের রক্ষাব্যবস্থা এখন স্যার রবার্ট ব্রুক্ পপ্‌হ্যাম্-এর পরিচালনায় এত নিখুঁত হয়েছে যে জাপান ওদিকে পা বাড়ালে বুদ্ধিমানের কাজ করবে, এমন মনে করবার কারণ নেই।

মোদ্দা কথা, জাপান এখন মহা মুস্কিলে পড়েছে। একে চীন নিয়ে সে এমন জড়িয়ে পড়েছে যে এগোনো অসম্ভব, পিছিয়ে পড়বারও উপায় নেই। জার্মানির সংগে বন্ধুত্ব নিয়ে জাপানী রাজনীতিকরা যতই বক্তৃতা করুন, মনে-মনে তাঁরা জানেন যে জাপান বিপদে পড়লে জার্মানির সাহায্য পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। তারপর, জাপানের সব স্বপ্নের আরেক বিরাট অন্তরায় হচ্ছে আমেরিকা। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, কর্ডেল হাল, সামনার ওয়েলেস্ ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক মার্কিন রাজনীতিক এ কথা বহু বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন যে সুদূর প্রাচ্যে জাপানের ঔদ্ধত্য তাঁরা সহ্য করবেন না কেননা তাঁরা মনে করেন যে এ-সমস্ত ব্যাপারের সংগে আমেরিকার স্বার্থ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তারপরে ব্যাটেভিয়ায় যে সমস্ত ওলন্দাজ সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়েছে তারা সেখানে জাপানকে বাধা দেবে তাদের শক্তির শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত। সিংগাপুরে বৃটেন যে-পরিমাণ লোকবল এবং অস্ত্রবল মজুত রেখেছে তা জাপানকে সাহায্য করবার জন্যে নয়, এ-কথা জাপান জানে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকা প্রস্তুত: তার রাবার সংগ্রহে কেউ হাত দিলে সে তা সহ্য করবে না।

তাছাড়া জাপানের ভৌগলিক যে সমস্ত অসুবিধা আছে তার কী হবে? জলপথে এগোতে হলেই চাই নৌঘাঁটি। উত্তর দিকে এবং চীনে লড়াই চালাবার পক্ষে উপযোগী এমন কয়েকটা ঘাঁটি জাপানের আছে; যেমন রাসিন এবং পোর্ট আর্থার। ফর্মোসার ঘাঁটি উত্তরে সাংহাই এবং দক্ষিণে হংকং এর উপর চোখ রাখতে পারে। দক্ষিণে আক্রমণের উপযোগী এমন দু'তিনটে ঘাঁটি সম্প্রতি পেয়েছে; যেমন হাইনান্, হাইফং, হানোই, কামরান্ উপসাগর ইত্যাদি কিন্তু এগুলোর সাজসরঞ্জাম আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী ক'রে তুলতে জাপানের বহুদিন কেটে যাবে।

অথচ জাপান অপেক্ষা করতে পারে না। আর সবাই যখন অন্যান্য গুরুতর ব্যাপারে ব্যস্ত আছে সেই সুযোগেই সকলের চোখ এড়িয়ে জাপান কিছু চুরি করে নিতে চায়: অন্যের অমনোযোগের সময়ের দৈর্ঘ্য কখনোই চোর নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতে পারে না, তাই জাপান আজ যদি চোখ-কান বন্ধ করে ঝাঁপ দেয় তাতে অবাক হবার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু জাপান এখনো ভাবছে; সে তার নিজের দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে অজ্ঞান নয়, সে জানে জার্মানি তাকে বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারে না, সে জানে বৃটেন অন্যত্র যতই ব্যস্ত থাক্ সুদূর প্রাচ্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সে উদাসীন নয়।

অতএব এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রাচ্যে "নব বিধান" প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্নে জাপান এতদিন মশগুল্ হয়েছিল তা জার্মানির "নব বিধান"-এরই মতো অংকুরে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

নোটিশ

আগামী ৫ই সেপ্‌টেম্বর হইতে ২৯শে সেপ্‌টেম্বর পর্য্যন্ত পিতৃপক্ষ মেলা উপলক্ষে গয়া যাত্রিগণকে উপদেশ দেওয়া যায় যে, তাঁহারা যেন নিকটস্থ সরকারী ডাক্তারখানা অথবা স্যানিটারী ইন্সপেক্টারের নিকট হইতে কলেরা প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শন লইয়া যান। ইন্‌জেক্‌শনের সার্টিফিকেট সঙ্গে লইতে ভুলিবেন না।

এ বৎসর বিহার প্রদেশে, বিশেষতঃ গয়া জেলায় ও সহরে কলেরার প্রকোপ বর্ত্তমান থাকায় যাত্রিগণের পক্ষে কলেরা প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌সন্ লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

স্বাক্ষর—বি, চাটার্জ্জী
(অস্থায়ী) ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার
মুর্শিদাবাদ।

The Bijni Dooars Tea Co. Ltd.

The Public are hereby warned against dealing with the Original Share Certificate for one share No. 1795 issued in favour of Noor Mohammad Shaik of Sujapur, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad by way of transfer, negotiation and execution thereof which having been reported lost, a Duplicate will be issued unless any objection is lodged at this office within a month from the date of this notice, after which no objection will be valid.

The Anandamoyee Agency Ltd.
Mg. Agents:
The Bijni Dooars Tea Co. Ltd.
14, Clive Street,
Calcutta.

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের সম্মুখে।

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিনামূল্যে হাঁপানীর ঔষধ

নিম্ন ঠিকানায় ৺মনোহর দাস বাবাজী সাধু প্রদত্ত হাঁপানীর ঔষধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই ঔষধ মাত্র একবার সেবন করিতে হয়। ঠিকানা ও পাঁচ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাকযোগে ঔষধ প্রেরিত হয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস
শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুরের বাড়ী
জগতাই, পোঃ নিমতিতা, (মুর্শিদাবাদ

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	।৵০
" ৪০ "	॥৵০
ভর্ত্তি বহি	॥০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।৴০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।৴০

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/11/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/11/-
First Admission Form (100 sheets)	1/4/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	2/12/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/5/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	-/14/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/12/-

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ব্রজশশী
আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৵০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন :—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি **মরা মানুষ বাঁচাইতে** পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৵০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সুরবল্লী

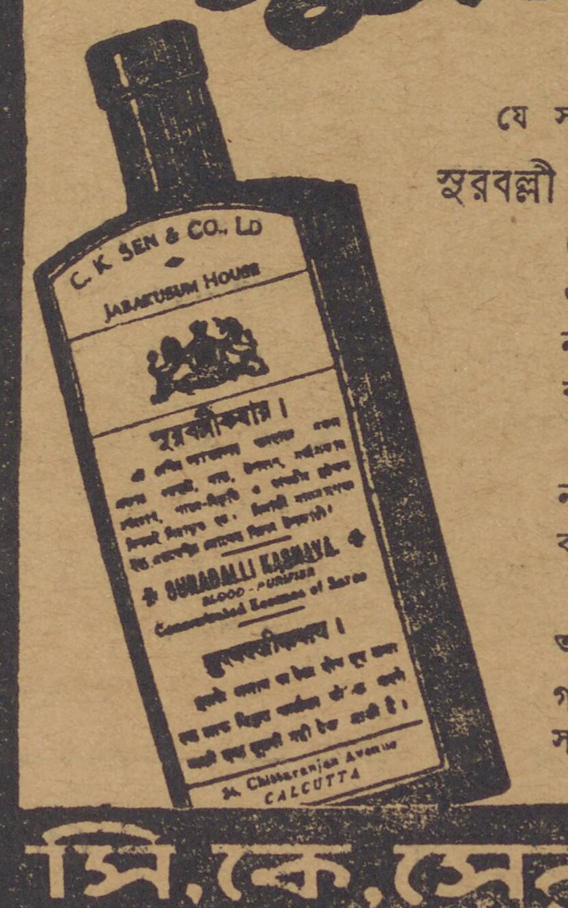

যে সর্ব ডাক্তাররা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখে'ছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত